দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ APR. 27 2000
পৃঃ ৭ কলাম ২

হাইকোর্টের নির্দেশ ॥ আগের ৪ জনসহ ১৩২ ছাত্রী আজ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারিবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ভাগ্যবিড়ম্বিত ১৩২ জন ছাত্রীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা আজ ঢাকা বোর্ডের এইচ এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। ছাত্রীরা যে বিষয় পড়িয়াছে সেই বিষয়েই পরীক্ষা দিবে। বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী ও বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল বুধবার ছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়ার রায় প্রদান করিয়াছেন।

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর ক:

হাইকোর্টের নির্দেশ

(প্রথম পৃঃ পর)

ইত্তেফাকের সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার জানান, গতকাল সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ আজ হইতে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নিকট দাখিলকৃত রেজিষ্ট্রেশন ইনফরমেশন ফরমের ভিত্তিতে মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের মানবিক বিভাগের ১২৮ জন ছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। তবে জারিকৃত রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ সকল ছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকাশ করিবেন না।

মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থিনী মিস মারুফা আকতার ঝর্ণা তাহার ও অপর ছাত্রীদের উল্লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দানে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া একটি রীট পিটিশন পেশ করে। বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেনকে লইয়া গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ উভয়পক্ষের শুনানি শেষে উক্ত আদেশ দান করেন। ইহাছাড়া আদালত আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের মানবিক বিভাগের ছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না এবং তাহাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হইবে না, চার সপ্তাহের মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ চারজনের প্রতি রুল জারি করিয়াছেন।

আবেদনকারিণীর পক্ষে ছিলেন খোন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ। তাঁহাকে সহায়তা করেন মীর্জা হোসেন হায়দার, রুহুল কুদ্দুস কাজল, নাহিদা আনজুম কণা প্রমুখ। শুনানিকালে মানবাধিকার নেত্রী এডভোকেট এলিনা খানও উপস্থিত ছিলেন। সরকারের পক্ষে ছিলেন এটর্নী জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম, অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম, ডেপুটী এটর্নী জেনারেল শাহাবুদ্দিন আহমদ ও মোহাম্মদ বজলুর রহমান ছানা এবং সহকারী এটর্নী জেনারেল আব্দুর রব।

আদালতের আলোচ্য আদেশ দানের পর এটর্নী জেনারেল উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান যে, সরকারের নির্দেশ পাইলে তিনি এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবেন। শুনানিকালে বিপুল সংখ্যক আইনজীবী, মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কোর্টের রায় অনুযায়ী ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বিশেষ ব্যবস্থায় ছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। মতিঝিল মডেল কলেজের এই ছাত্রীরা বদরুন্নেসা কলেজে পরীক্ষা দিবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত না করায় মতিঝিল মডেল কলেজের ছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা শুরু হয়। এক পর্যায়ে বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় নেওয়ার দাবী তুলিয়া কলেজের ছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকবৃন্দ আন্দোলন শুরু করেন। তাহারা রাজপথে মিছিল, সমাবেশ, অনশন করিয়াছেন। শেষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যর্থ হইয়া ছাত্রীরা কলেজে ভাংচুর করিয়াছে।

এদিকে মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল গতকাল এক প্রেস